পাঠ-২.৪ ঘটনা অনুসন্ধান এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
Case Study and Direct Participatory Observation Method

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির পদ্ধতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি (Case Study Method)

যখন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হয় তাকে ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি বলে। সমাজবিজ্ঞানে একজন গবেষক গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে যে কোনো ব্যক্তির যাবতীয় আচরণ, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, মতামত, অভিযোজন কৌশল জানার চেষ্টা করেন। ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনার গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে অর্ন্তনিহিত বিষয়াবলির বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয়। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতির সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর সংজ্ঞা প্রদান করা হলো:

Burgess এর মতে, ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি হলো সামাজিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র। (Case study method is the social microscope)। **Young** বলেছেন, ঘটনা অনুসন্ধান হলো সামাজিক এককের জীবনধারা উদঘাটন ও বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি। এই একক একজন ব্যক্তি, একটি পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি দল অথবা একটি পুরা সম্প্রদায় হতে পারে। (Case study is a method of exploring and analysing the life of a social unit- be that unit a person, a family, institution, culture-group, or even an entire community.) **Kothari** বলেছেন, ঘটনা অনুসন্ধান একটি পদ্ধতি যা ব্যাপ্তির চেয়ে গভীর বিষয় অধ্যয়ন করে। (Case study is a method of study in depth rather than breadth...).

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি সমাজ গবেষণার বর্ণনামূলক, তথ্য উদঘাটনমূলক এবং অনুসন্ধানমূলক একটি কৌশল।

ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতিতে বিভিন্ন ব্যক্তি, ঘটনা, অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করা যায়। এ পদ্ধতিতে নমুনায়নের প্রয়োজন হয় না। গবেষণা একক সম্পর্কে নবতর ধারণা পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে গবেষকের অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারণ এবং তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। গবেষকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে আরো তীক্ষ্ণ করে তোলে। ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতিতে গবেষকের পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বেশি। এ পদ্ধতিতে সাধারণীকরণ দুরূহ। ঘটনা অনুসন্ধানে অনেক বেশি সময় ব্যয় করে অল্প তথ্য সংগৃহীত হয়। এখানে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়। সংখ্যাত্মক উপাত্তের ঘাটতি থাকে। এ পদ্ধতিতে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ঘটনার সামগ্রিকতা বজায় রেখে গবেষণা চালানো প্রায় অসম্ভব।

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Direct Participatory Observation Method)

সামাজিক গবেষণায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। যে গবেষণায় গবেষক কোনো বিশেষ সমাজ, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে সেখানে অবস্থান করে তাদের নিত্যকার আচার আচরণ, রুচি-মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনধারা আয়ত্ত করে নিজ গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন তাই হলো প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে এ পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন:

Scanned with CamScanner

Phillips তাঁর সংজ্ঞায় বলেন, এটা এমন এক পদ্ধতি যাতে গবেষক সামাজিক ঘটনাবলির অংশ হিসেবে তথ্য লিপিবদ্ধ এবং সংগ্রহ করেন। (A method of data collection in which the researcher notes and records ongoing social phenomena with his own behavior constituting past of the phenomena)। **Wax** এর মতে, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সেই ধরনের গবেষণাকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে অনুসন্ধানকারী নির্দিষ্ট দলের একজন সদস্য হিসেবে গবেষণার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হন। (Participant observation method refers to those forms of research in which the investigator devotes himself to attaining some kind of membership in or close attachment to an alien exotic group that he wishes to study.)

পরিশেষে বলা যায়, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষক গবেষণাধীন এলাকায় অবস্থান করে উত্তরদাগণের জীবনরীতি পর্যবেক্ষণের সাহায্যে গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেন।

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

গবেষক যখন কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন তার বিস্তারিত অনুধাবনে সক্ষম হয়। এ পদ্ধতিতে গভীর তথ্যানুসন্ধান করতে পারে। সমাজ নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এধরনের পদ্ধতির আশ্রয়ে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষক গবেষণা এলাকা ও গবেষণাধীন বিষয় সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করতে সক্ষম হন। সমাজ বাস্তবতার অনেক সূক্ষ্ম বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিতে গবেষক কোনো দল বা সমাজের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়। ফলে গবেষক নির্দিষ্ট দল বা সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। এতে গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। কোনো সামজিক বা সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য দীর্ঘসময় অবস্থান করার প্রয়োজন হয়। দীর্ঘদিন অবস্থানের কারণে গবেষকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে। পর্যবেক্ষণ ও গবেষকের আবেগ অনুভূতি মিলে অপ্রাসঙ্গিক তথ্য লিপিবদ্ধ হবার আশংকা থাকে। অনেক সময় পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণের তুলনায় নতুন কিছু আবিষ্কার করার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, যখন গবেষক নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অবস্থান করে তাদেরই একজন সদস্য হয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন তাকে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ বলে। এ ক্ষেত্রে একজন গবেষক দক্ষ এবং সচেতন হলে তার পক্ষে এ সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

Scanned with CamScanner